এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি

ইউনিট 10

ভূমিকা

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি প্রচলিত হিসাব ব্যবস্থা। পূর্ববর্তী ইউনিটে আমরা দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জেনেছি। দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক হিসাব পদ্ধতি। এটা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী। কেননা বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে অসংখ্য লেনদেন সংঘটিত হয়। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হিসাব ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে কোন নির্ধারিত নিয়ম কানুন নেই। কম মূলধন নিয়ে গড়া ছোট ছোট প্রতিষ্ঠান যেখানে লেনদেনের পরিমাণ কম, যেমন- মুদি দোকান, স্টেশনারী দোকান, পান, বিড়ি, সিগারেটের দোকান, ছোট খাটো হোটেল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলো এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

মুখ্য শব্দ	এক তরফা, অগোছালো, দ্বৈত-সত্তা, প্রারম্ভিক, সমাপনী, বিষয় বিবরণী বিনিয়োগ

পাঠ-১০.১ একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

সংজ্ঞা (Definition)

প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য- আর্থিক ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা জানার জন্য সংঘটিত লেনদেনেগুলিকে হিসাবভুক্ত করা। যে হিসাব পদ্ধতিতে সকল লেনদেন একটিকে ডেবিট অপরটিকে ক্রেডিট করা হয় না অর্থাৎ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ করা হয় না তাকে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতিতে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুসরণ করা হয় না। ফলে বছর শেষে ব্যবসায়ের ফলাফল ও আর্থিক অবস্থা নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এ পদ্ধতিতে নামিক হিসাব ও সম্পত্তিবাচক হিসাব রাখা হয় না শুধুমাত্র নগদান হিসাব ও ব্যক্তিবাচক হিসাব রাখা হয়। এটি অসম্পূর্ণ পদ্ধতি। এ ধরনের হিসাব পদ্ধতি একাধিক হিসাব পদ্ধতির মিশ্রণ মাত্র। এ পদ্ধতি সম্পর্কে হিসাববিজ্ঞানের বিভিন্ন লেখক বিভিন্নভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন। এবার আসুন আমরা তাদের কথা জেনে নেই এবং সর্বশেষ নিজেরা এর একটি সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করি।

অধ্যাপক আরএন কার্টার এর মতে, Single entry is a method or a variety of methods employed for recording of the transaction, which ignores the two fold aspect and consequently fails to provide the business man with the information necessary for him to be able to as certain his position." অর্থাৎ, ''এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের এক বা একাধিক পদ্ধতি যা হিসাবরক্ষণের দ্বৈত-সত্ত্বা অনুসরণ করে না। ফলে এটি ব্যবসায়ীকে তার ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য যা তার অবস্থান নির্ণয়ে সমর্থ তা সরবরাহ করতে পারে না।

সুতরাং, পরিশেষে আমরা বলতে পারি, একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি ত্রুটিপূর্ণ, অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক হিসাব ব্যবস্থা যেখানে বিজ্ঞানসম্মত দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক লেনদেন লিপিবদ্ধ করা হয় না।

বৈশিষ্ট্য (Characteristics)

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি অসম্পূর্ণ, অগোছালো ও মিশ্র হিসাব ব্যবস্থা। এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **হিসাবরক্ষণ ঃ** একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে শুধুমাত্র নগদান ও ব্যক্তিবাচক হিসাব রাখা হয়। সম্পত্তি ও নামিক হিসাবগুলো রাখা হয় না, রাখলেও আংশিক।

২. **মিশ্র হিসাব পদ্ধতি ঃ** একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি মিশ্র হিসাব পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে কিছু লেনদেন উভয় পক্ষকে ডেবিট ও ক্রেডিট করা হয় আবার কোন কোন লেনদেন হিসাব রাখা হয় এবং কোন কোন লেনদেন হিসাব রাখা হয় না।

৩. **লাভ-লোকসান নির্ণয় ঃ** এই পদ্ধতিতে আয় ব্যয়ের পৃথক কোন হিসাব রাখা হয় না। সমাপনী মূলধন হতে প্রারম্ভিক মূলধন বিয়োগ করে লাভ লোকসান নির্ণয় করা হয়।

৪. **অদৃশ্য লেনদেন হিসাব ঃ** ব্যবসায়ে অবচয় একটি অদৃশ্য লেনদেন হিসাব। এই পদ্ধতিতে অবচয় জাতীয় কোন লেনদেনের পৃথক হিসাব রাখা হয় না।

৫. **আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত ঃ** এ পদ্ধতিতে কোন আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত না করে নির্দিষ্ট সময়ান্তে সম্পত্তি ও দায়ের একটি বিবরণী প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

৬. **নীতিমালা ঃ** এ পদ্ধতিতে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতির নীতি অনুসরণ না করে মালিকের নিজের সুবিধা মোতাবেক নীতিমালা অনুসরণ করা হয়।

৭. **প্রয়োগ ঃ** ছোট ছোট ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করা হয়।

সুবিধাসমূহ (Advantages)

একতরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি অসম্পূর্ণ ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। বিভিন্ন প্রকার দুর্বলতা থাকলেও এর বিশেষ কিছু সুবিধা বিদ্যমান থাকায় এটি একটি জনপ্রিয় পদ্ধতি। নিম্নে একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সুবিধা সমূহ উল্লেখ করা হলঃ

১. **সহজ পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখা খুব সহজ ও সরল। তাই এই পদ্ধতিতে সাধারণ একজন লোক খুব সহজে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে।

২. **অল্প সংখ্যক হিসাব ঃ** এ পদ্ধতিতে সম্পত্তি সংক্রান্ত ও নামিক হিসাব রাখা হয় না বলে হিসাবরক্ষণের পরিমাণ কমে যায়।

৩. **কম শ্রম ও স্বল্পসময় ঃ** হিসাবের সংখ্যা এবং কাজের পরিমাণ কমে যায় বিধায় হিসাবরক্ষণের জন্য সময় ও শ্রম কম লাগে।

৪. **অল্প ব্যয় ঃ** এতে মালিক নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী হিসাব রাখতে পারে বিধায় একাধিক হিসাবরক্ষকের প্রয়োজন হয় না। ফলে ব্যয় কম হয়।

৫. **গোপনীয়তা রক্ষা ঃ** মালিক নিজে হিসাব সংরক্ষণ করতে পারে বিধায় হিসাবের গোপনীয়তা রক্ষা হয়।

৬. **প্রয়োগ ক্ষেত্র ঃ** ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং ছোট ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের হিসাব পদ্ধতি পরিলক্ষিত হয়।

অসুবিধাসমূহ (Disadvantages)

একতরফা দাখিলা পদ্ধতির যেমন কিছু সুবিধা রয়েছে তেমনি অনেক অসুবিধাও রয়েছে। অসুবিধাসমূহ নিম্নরূপঃ

১. **অসম্পূর্ণ পদ্ধতি ঃ** এই পদ্ধতিতে লেনদেনের সম্পূর্ণ হিসাব রাখা হয় না। ফলে এটি একটি অসম্পূর্ণ পদ্ধতি।

২. **গাণিতিক শুদ্ধতা ঃ** এ পদ্ধতিতে রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যায় না বিধায় হিসাবের গাণিতিক শুদ্ধতা যাচাই করা সম্ভব হয় না।

৩. **সঠিক লাভ লোকসান নির্ণয়ে সমস্যা ঃ** এ পদ্ধতিতে নামিক হিসাবসমূহ (আয়-ব্যয় বা লাভ-লোকসান) লিপিবদ্ধ করা হয় না। তাই সঠিক লাভ লোকসান হিসাব নির্ণয় করা যায় না।

৪. **প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয়ে সমস্যা ঃ** এই পদ্ধতিতে সব সম্পত্তি ও দায়ের হিসাব রাখা হয় না বিধায় প্রকৃত আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা সম্ভব হয় না।

৫. **ভুল ত্রুটি নিরূপনে সমস্যা ঃ** এই পদ্ধতিতে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব থাকার কারণে ভুল ত্রুটি ধরা পড়ে না।

৬. **কারচুপি ও জালিয়াতি ঃ** এই পদ্ধতিতে হিসাবের অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটির কারণে হিসাবের কারচুপি ও জালিয়াতি উদঘাটন করা সম্ভব হয় না।

৭. **তুলনামূলক বিচার বিশে- ষণের অভাব ঃ** এটি অবৈজ্ঞানিক এবং অসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে বিগত বছরের আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, ক্রয়-বিক্রয়, দায়-দেনা ও সম্পত্তির তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করা যায় না।

৮. **পরিকল্পনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমস্যা ঃ** এই পদ্ধতি অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ হিসাব ব্যবস্থা বিধায় প্রয়োজনে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ফলে ভবিষ্যতে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

৯. **ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** এই পদ্ধতিতে নামিক হিসাব রাখা হয় না বিধায় প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

১০. **প্রয়োগ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ঃ** কোম্পানী আইন এই পদ্ধতিকে স্বীকার করে না। আয়কর কর্তৃপক্ষ এটা গ্রহণ করে না। তাই ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই ইহা সীমাবদ্ধ থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	i) এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি কি? ii) এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি কোন ধরণের প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী?

সারসংক্ষেপ

- যে পদ্ধতিতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসারে হিসাব লিপিবদ্ধ করে না তাকে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি বলে।
- মিশ্র হিসাব পদ্ধতি, অবচয় জাতীয় অদৃশ্য লেনদেনের হিসাব না রাখা, ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানে এই পদ্ধতির ব্যবহার এক তরফা দাখিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একতরফা দাখিলা পদ্ধতি কোন ধরনের হিসাব পদ্ধতি?
(ক) আধুনিক পদ্ধতি (খ) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি (গ) মধ্যযুগীয় পদ্ধতি (ঘ) মিশ্র পদ্ধতি

২। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোনটি রাখা হয় না?
(ক) দেনাদার হিসাব (খ) নগদান হিসাব (গ) নামিক হিসাব (ঘ) পাওনাদার হিসাব

৩। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে-
(i) কোন কোন লেনদেনের এক পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়
(ii) কোন কোন লেনদেনের দুটি পক্ষ লিপিবদ্ধ করা হয়
(iii) কোন কোন লেনদেনের কোন পক্ষই লিপিবদ্ধ করা হয় না
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) i, ii (ঘ) i, ii, iii

৪। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি কোন ক্ষেত্রে জনপ্রিয়-
(i) পুঁজি অল্প (ii) অল্প ব্যয় (iii) অল্প সংখ্যক লেনদেন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii (গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

পাঠ-১০.২ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাব ও বইসমূহ, লাভ ক্ষতি বিবরণী ও বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুতকরণ।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- একতরফা দাখিলা পদ্ধতির সংরক্ষিত হিসাব ও বইসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
- লাভক্ষতি বিবরণী বর্ণনা করতে পারবেন।
- বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুতকরণ বর্ণনা করতে পারবেন।

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষিত হিসাব ও বইসমূহ (Accounts and Books used in Single Entry System)

এই পদ্ধতিতে কোন কোন হিসাব ও বই সংরক্ষণ করা হয় তার কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা নেই। ব্যবসায়ী তাঁর খুশিমত হিসাব রাখেন। তবে এই পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন এমন প্রতিষ্ঠানের সকলেই ব্যক্তিবাচক হিসাব এবং নগদ ও ব্যাংক হিসাবসমূহ সংরক্ষণ করে থাকে। প্রয়োজন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠান ভিন্ন ভিন্ন হিসাব ও বই সংরক্ষণ করে থাকে। তবে সাধারণত নিচের হিসাব ও বইগুলো এই পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হয়ে থাকে।

১। হিসাবসমূহ

(ক) পাওনাদার হিসাব, (খ) দেনাদার হিসাব, (গ) নগদ ও ব্যাংক হিসাব

২। অন্যান্য বইসমূহ

(ক) ক্রয় বই, (খ) বিক্রয় বই, (গ) ক্রয় ফেরত বই, (ঘ) বিক্রয় ফেরত বই, (ঙ) প্রাপ্য বিল বই, (চ) প্রদেয় বিল বই

উপরের বইগুলো অবশ্য ব্যবসায়ের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। এই পদ্ধতিতে যদিও জাবেদা রাখা হয় না তথাপি নগদান হিসাব এর বিকল্প হিসাবে কাজ করে। এছাড়া ধারে সংঘটিত লেনদেনগুলো ক্রয় ও বিক্রয় বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়।

লাভ-লোকসান বিবরণী (Statement of Profit and Loss)

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে কোন নামিক হিসাব রাখা হয় না। অথচ লাভ লোকসান নির্ণয়ের মূল ভিত্তি হল নামিক হিসাব। ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান কত হল তা একটি নির্দিষ্ট সময়ে জানা প্রয়োজন। এই পদ্ধতিতে ক্রয় ও বিক্রয় এবং লাভ-লোকসান হিসাব তৈরি করা যায় না। এ পদ্ধতিতে একটি লাভ-লোকসান বিবরণী তৈরি করে লাভ-ক্ষতির পরিমাণ নির্ণয় করা যায়। বছরের শেষ তারিখের মূলধনের সাথে বছরের প্রথম তারিখের মূলধনের পার্থক্যকে লাভ বা ক্ষতি বলা হয়।

সমাপনী মূলধন প্রারম্ভিক মূলধনের চেয়ে বেশি হলে নিট লাভ হয় আর সমাপনী মূলধন প্রারম্ভিক মূলধনের চেয়ে কম হলে নিট ক্ষতি হয়।

লাভ-ক্ষতি নির্ণয়ের সময় সমাপনী মূলধনের সাথে উত্তোলন যোগ করতে হবে এবং প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে অতিরিক্ত মূলধন যোগ করতে হবে।

নিট মুনাফা ও নিট ক্ষতি নিম্নে সূত্রের সাহায্যে নির্ণয় করা যায়। যথাঃ

নিট লাভ = {(সমাপনী মূলধন + উত্তোলন) - (প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন)}

নিট ক্ষতি = {(প্রারম্ভিক মূলধন + অতিরিক্ত মূলধন) - (সমাপনী মূলধন + উত্তোলন)

বৈষয়িক বিবরণী (Statement of Affairs)

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পত্তি ও দায়-দেনা জানার জন্য যে বিবরণী প্রস্তুত করা হয় তাকে বৈষয়িক বিবরণী বলে। এ পদ্ধতিতে বৈষয়িক বিবরণী বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

লাভ-ক্ষতি বিবৃতি ও বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য যে বিষয়গুলো জানা দরকার সেগুলো নিয়ে আসুন আলোচনা করি।

প্রারম্ভিক মূলধন ঃ বৎসরের প্রথম তারিখে ব্যবসায়ের মূলধনের মোট পরিমাণকে প্রারম্ভিক মূলধন বলা হয়।

নিম্নে এই পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হলঃ

প্রথম পদক্ষেপ

প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করার নিয়মঃ এটি সমীকরণের মাধ্যমেও নির্ণয় করা যায়। যেমন-

প্রারম্ভিক সম্পদসমূহের যোগফল - প্রারম্ভিক দায়সমূহের যোগফল = প্রারম্ভিক মূলধন।

অর্থাৎ বৎসরের প্রথম তারিখে একটি বিষয় বিবরণী প্রস্তুত করলে প্রারম্ভিক মূলধন বের করা যাবে। বিষয় বিবরণীর একটি নমুনা ছক নিচে দেওয়া হলঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
প্রারম্ভিক বিষয় বিবরণী
তারিখঃ ০১/০১/২০১-----

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তি সমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	***	হাতে নগদ	***
প্রদেয় বিল	***	ব্যাংকে জমা	***
ঋণ	***	মজুদ পণ্য	***
মূলধন	***	প্রাপ্য বিল	***
(পার্থক্য)		দেনাদার	***
		আসবাবপত্র	***
		বিনিয়োগ	***
		দালানকোঠা	***
		যন্ত্রপাতি	
	***		***

সমাপনী মূলধন (Closing Capital)

বৎসরের শেষের তারিখে ব্যবসায়ের মোট মূলধনের পরিমাণকে সমাপনী মূলধন বলা হয়। বৎসরের শেষ তারিখে বিষয় বিবরণী প্রণয়ন করে সমাপনী মূলধন বের করা হয়। সমাপনী মূলধন সমীকরণের সাহায্যে নির্ণয় করা খুব সহজ। সমীকরণটি নিম্নরূপঃ

সমাপ্তি সম্পদের যোগফল - সমাপ্তি দায়ের যোগফল = সমাপ্তি মূলধন।

অর্থাৎ বৎসরের শেষ তারিখে ব্যবসায়ের সম্পদ ও দায় নিয়ে একটি বিষয় বিবরণী তৈরি করলে সমাপনী মূলধন বের হয়ে যাবে। নিচে সমাপনী বিষয় বিবরণীর একটি নমুনা ছক দেওয়া হলঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
সমাপনী বিষয় বিবরণী
তারিখঃ ৩১/১২/২০১------

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তি সমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	***	হাতে নগদ	***
প্রদেয় বিল	***	ব্যাংকে জমা	***
ঋণ	***	মজুদ পণ্য	***
মূলধন	***	প্রাপ্য বিল	***
(পার্থক্য)		বিবিধ দেনাদার	***
		মজুদ পণ্য	***
		বিনিয়োগ	***

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তি সমূহ	টাকা
		আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি	***
	***		***

নীচের নমুনা অনুযায়ী একসাথে প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করা সম্ভব।

প্রতিষ্ঠানের নাম

বিষয় বিবরণী

দায় ও মূলধন	প্রারম্ভিক	সমাপনী	সম্পদ সমূহ	প্রারম্ভিক	সমাপনী
বিবিধ পাওনাদার	***	***	হাতে নগদ	***	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন	***	***	ব্যাংক জমা	***	***
প্রদেয় বিল	***	***	প্রাপ্য বিল	***	***
বকেয়া খরচ	***	***	বিবিধ দেনাদার		
ঋণ	***	***	মজুদ পণ্য	***	***
মূলধন			বিনিয়োগ	***	***
(পার্থক্য)			আসবাবপত্র	***	***
			দালানকোঠা	***	***
			যন্ত্রপাতি	***	***
	***	***		***	***

কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

১) সমাপনী মূলধন নির্ণয়ের সময় যদি কোন স্থায়ী সম্পত্তির প্রারম্ভিক মূল্য থাকে কিন্তু সমাপনী মূল্য না দেয়া থাকে এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিক্রয় করা হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করা না থাকলে, প্রারম্ভিক মূল্য যা সমাপনী মূল্যও তাই ধরতে হবে। একই ভাবে দীর্ঘ মেয়াদী দায় যেমন ব্যাংক ঋণ বা বন্ধকী ঋণ এর প্রারম্ভিক মূল্য আছে কিন্তু সমাপনী মূল্য উলে-খ নাই এবং ঋণ পরিশোধের কোন তথ্য না থাকে তাহলে প্রারম্ভিক ঋণের পরিমাণকে সমাপনী পরিমাণ ধরা যাবে। স্থায়ী সম্পত্তি যেমন, আসবাবপত্র, দালানকোঠা, কলকব্জা ইত্যাদি।

২) যদি চলতি বছরে কোন সম্পত্তি ক্রয় করা হয় এবং প্রারম্ভিকে ঐ সম্পত্তি থাকে তখন প্রারম্ভিক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি ও ক্রয়কৃত সম্পত্তির মূল্য যোগ করে সমাপনীতে বসাতে হবে। আর যখন ক্রয়কৃত সম্পত্তির মত প্রারম্ভিক ঐ সম্পত্তি না থাকে তখন ঐ সম্পত্তির মূল্যই সরাসরি সমাপনীতে বসাতে হবে।

৩) বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক মূল্য আছে কিন্তু সমাপনী মূল্য না থাকলে এবং বিনিয়োগ ভাঙ্গানো হয়েছে কিনা তা উল্লেখ করা না থাকলে বিনিয়োগের প্রারম্ভিক মূল্যই সমাপনীতে বসবে।

২। দ্বিতীয় পদক্ষেপঃ লাভ-লোকসান বিবরণী প্রস্তুতকরণ

প্রারম্ভিক মূলধন, সমাপনী মূলধন ও আয়-ব্যয়ের তথ্য পাওয়ার পর তার ভিত্তিতে একটি লাভ-ক্ষতির বিবরণ করে ব্যবসায়ের লাভ-লোকসান নির্ণয় করা যায়। নিম্নে লাভ-ক্ষতি বিবরণীর একটি নমুনা দেওয়া হলঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম

লাভ-ক্ষতির বিবরণী

তারিখঃ

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন ***		সমাপনী মূলধন	***
(+) অতিরিক্ত মূলধন ***		উত্তোলনঃ	
	***	নগদ ***	
প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ	***	পণ্য ***	***

বকেয়া খরচবালি	***	উত্তোলনের সুদ	***
কু-ঋণ	***	নীট ক্ষতি	***
কু-ঋণ সঞ্চিতি	***		
বাট্টা সঞ্চিতি	***		
সম্পত্তির অবচয়	***		
নীট লাভ	***		
	***		***

আপনাকে লাভ ক্ষতি বিবৃতি প্রস্তুত করার সময় নিচের বিষয়গুলো মনে রাখতে হবেঃ

১. মূলধন নিরূপণ করার পর লাভ-ক্ষতি বিবৃতি প্রস্তুত করার সময় সমাপনী মূলধনকে ক্রেডিট পার্শ্বে এবং প্রারম্ভিক মূলধনকে ডেবিট পার্শ্বে দেখাতে হবে।
২. মালিকের নগদ ও পণ্য উত্তোলন সমাপনী মূলধনের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।
৩. ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত টাকা কারবারে আনয়ন করলে প্রারম্ভিক মূলধনের সাথে যোগ করে দেখাতে হবে।
৪. সম্পদের অবচয়, কু-ঋণ সঞ্চিতি ও বাট্টা সঞ্চিতি মূলধনের সুদ বাম পাশে এবং উত্তোলনের সুদ ডান পাশে বসাতে হবে।
৫. সম্পদের অবচয় প্রারম্ভিক সম্পত্তির উপর ধরতে হবে। কোন নতুন সম্পত্তি ক্রয় করলে এবং তারিখ উল্লেখ থাকলে তারিখ অনুসারে সুদ ধরতে হবে। আর তারিখ উল্লেখ না থাকলে ছয় মাসের সুদ ধরতে হয়।
৬. দেনাদার ও প্রাপ্য বিলের উপর কু-ঋণ ও বাট্টা সঞ্চিতি সমাপনী মূল্যের উপর বের করতে হয়।
৭. পাওনাদারের বাট্টা সঞ্চিতি সমাপ্তি পাওনাদারের উপর ধরতে হবে।
৮. অতিরিক্ত মূলধনের উপর সুদের তারিখ উল্লেখ থাকলে তারিখ অনুসারে আর তারিখ উলে-খ না থাকলে অতিরিক্ত মূলধনের উপর সুদ ধরার প্রয়োজন নেই।
৯. বকেয়া খরচ লাভ-ক্ষতি বিবৃতির বাম পাশে এবং অগ্রিম খরচ ডান পাশে বসাতে হবে এবং বিষয় বিবরণীতে হিসাব ভুক্ত করতে হবে।

বিষয় বিবরণী (Statement of Affairs)

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-ক্ষতির বিবরণী প্রস্তুত করার পর ব্যবসায়ের আর্থিক অবস্থা জানার জন্য দায় ও সম্পত্তি সমূহের সাহায্যে বিষয় বিবরণী প্রণয়ন করা হয়। নিম্নে বিষয় বিবরণীর একটি নমুনা দেওয়া হলঃ

প্রতিষ্ঠানের নাম
বিষয় বিবরণী
তারিখ- ৩১.১২.২০----

মূলধন ও দায়	টাকা	সম্পত্তি সমূহ	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন ***		হাতে নগদ	***
(+) অতিরিক্ত মূলধন ***		ব্যাংকে জমা	***
***		মজুদ পণ্য	***
(+) মূলধনের সুদ ***		দেনাদার	***
***		প্রাপ্য বিল	***
(+) নীট লাভ ***		আসবাব পত্র ***	
বিবিধ পাওনাদার	***	(-) অবচয় **	***
প্রদেয় বিল	***	বিনিয়োগ	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন	***	অগ্রিম খরচ	***
বকেয়া খরচ	***	অনাদায়ী প্রাপ্য সুদ	***
	***		
	***		***

শিক্ষার্থীর কাজ i) একতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাবসমূহ কি? ii) প্রারম্ভিক মূলধনের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি

	লিখুন। iii) সমাপনী মূলধন কি?

সারসংক্ষেপ

- পাওনাদার হিসাব, দেনাদার হিসাব, নগদান হিসাব ইত্যাদি একতরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাবসমূহ।
- প্রারম্ভিক মূলধন = প্রারম্ভিক সম্পদসমূহ - প্রারম্ভিক দায়সমূহ।
- সমাপনী মূলধন = সমাপ্তি সম্পদসমূহ - সমাপ্তি দায়সমূহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে লাভ-লোকসান নির্ণয়ের জন্য কোনটি তৈরি করতে হয়?
(ক) প্রাপ্তি ও প্রদান হিসাব (খ) আয়-ব্যয় হিসাব
(গ) লাভ লোকসান বিবরণী (ঘ) নগদ প্রবাহ বিবরণী

২। এই পদ্ধতিতে বছরের শেষে আর্থিক অবস্থা জানার জন্য কোনটি প্রস্তুত করতে হয়?
(ক) নগদ প্রবাহ বিবরণী (খ) লাভ-লোকসান বিবরণী
(গ) আর্থিক বিবরণী (ঘ) বৈষয়িক বিবরণী

৩। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়-
(i) নগদ প্রবাহ বিবরণী
(ii) লাভ-লোকসান বিবরণী
(iii) বিষয় বিবরণী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

নিচের অনুচ্ছেদ পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন

মিঃ ইমরুল ১ জানুয়ারী ২০১৩ সালে ১,০০,০০০ টাকা মূলধন নিয়ে কারবার শুরু করেন। বছরের শেষে তার ব্যবসায়ের সম্পদ ও দায়-দাড়ায় নগদ ৪০,০০০ টাকা দেনাদার ১,২০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ পণ্য ৬০,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ৫০,০০০ টাকা, যন্ত্রপাতি ১,০০,০০০ টাকা, পাওনাদার ৮০,০০০ টাকা প্রদেয় বিল ২০,০০০ টাকা।

৪। মিঃ ইমরুলের সমাপনী মূলধন কত?
(ক) ৪,৭০,০০০ (খ) ৩,৭০,০০০
(গ) ২,৭০,০০০ (ঘ) ১,০০,০০০

৫। মিঃ ইমরুলের লাভের পরিমাণ কত?
(ক) ১,৭০,০০০ (খ) ১,০০,০০০
(গ) ৭০,০০০ (ঘ) শূন্য

পাঠ-১০.৩ বিভিন্ন অসমাপ্ত উপাদানকে (ক্রয়, বিক্রয়, দেনাদার, পাওনাদার) পূর্ণাঙ্গ উপাদানে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ধারে বিক্রয়, প্রারম্ভিক দেনাদার ও সমাপনী দেনাদার দেয়া না থাকলে তা কিভাবে বের করতে হবে তা জানতে পারবেন।
- ধারে ক্রয়, প্রারম্ভিক পাওনাদার ও সমাপনী পাওনাদার না থাকলে তা কিভাবে বের করতে হবে জানতে পারবেন।

১। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি একটি অসম্পূর্ণ হিসাব পদ্ধতি। এটি থেকে অনেক বিষয় সরাসরি জানা যায় না সেগুলো গাণিতিক সমস্যা সমাধান করে বের করতে হয়। অসমাপ্ত উপাদান যেমন: ধারে বিক্রয়, প্রারম্ভিক দেনাদার, সমাপনী দেনাদার মোট দেনাদার হিসাব প্রস্তুত করে যে কোন একটি বের করা যায়।

মোট দেনাদার হিসাবের নমুনা নিচে দেয়া হলঃ

মোট দেনাদার হিসাব

ডেবিট			ক্রেডিট
ব্যালেন্স বি/ডি	***	নগদান হিসাব	***
ধারে বিক্রয়	***	প্রাপ্য বিল হিসাব	***
		আন্তঃ ফেরত	***
		অনাদায়ী পাওনা	***
		প্রদত্ত বাট্টা	***
		ব্যালেন্স সি/ডি	***
	***		***

২। ধারে ক্রয়, প্রারম্ভিক পাওনাদার ও সমাপনী পাওনাদার ইত্যাদি যেকোন একটি উপাদান অসমাপ্ত থাকলে তা মোট পাওনাদার হিসাব প্রস্তুত করে অসমাপ্ত উপাদানকে পূর্ণাঙ্গ উপাদানে রূপান্তর করা যায়। মোট পাওনাদার হিসাবের একটি নমুনা নিচে দেয়া হলঃ

ডেবিট			**ক্রেডিট**
নগদান হিসাব	***	ব্যালেন্স বি/ডি	***
প্রদেয় বিল	***	ধারে ক্রয়	***
প্রাপ্ত বাট্টা	***		
বহিঃ ফেরত	***		
ব্যালেন্স সি/ডি	***		
	***		***

৩। নগদান উদ্বৃত্ত ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত

যদি নগদ উদ্বৃত্ত ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত দেয়া না থাকে সেক্ষেত্রে নগদ বই এর মাধ্যমে নগদ উদ্বৃত্ত ও ব্যাংক উদ্বৃত্ত বের করা হয়। ব্যবসায়ে নগদ প্রাপ্তি নগদান বই এর ডেবিট দিকে এবং ব্যবসায়ের নগদ প্রদান নগদান বই এর ক্রেডিট পাশে দেখাতে হয়। নগদান বই এর ডেবিট দিক বড় হলে নগদ উদ্বৃত্ত এবং ক্রেডিট দিকে বড় হলে ব্যাংক ওভারড্রাফট। প্রারম্ভিক নগদ উদ্বৃত্ত বা ব্যাংক উদ্বৃত্ত দেয়া না থাকলে একই নিয়মেই বের করতে হবে।

৪। যদি প্রারম্ভিক মূলধন বের করা না থাকে তখন প্রারম্ভিক মূলধন বের করার জন্য বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করতে হয়। বছরের শুরুর সকল প্রারম্ভিক সম্পদ হতে সকল প্রারম্ভিকদায় বিয়োগ করে প্রারম্ভিক মূলধন বের করতে হয়।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	i) মোট দেনাদার হিসাবে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়? ii) মোট পাওনাদার হিসাবে কি কি বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়?

সারসংক্ষেপ

- ধারে ক্রয় দেয়া না থাকলে মোট পাওনাদার হিসাবের মাধ্যমে বের করতে হবে।
- ধারে বিক্রয় দেয়া না থাকলে মোট দেনাদার হিসাবের মাধ্যমে বের করা যাবে।
- প্রারম্ভিক দেনাদার বা সমাপনী দেনাদার দেয়া না থাকলে মোট দেনাদার হিসাবের মাধ্যমে তা নির্ণয় করা যাবে।
- প্রারম্ভিক পাওনাদার বা সমাপনী পাওনাদার দেয়া না থাকলে মোট পাওনাদার হিসাব তৈরি করে বের করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বাকীতে বিক্রয় বের করা যায় কোন হিসাবের মাধ্যমে?

(ক) মোট পাওনাদার হিসাব হতে (খ) মোট দেনাদার হিসাব হতে
(গ) বিষয় বিবরণী হতে (ঘ) নগদ প্রবাহ বিবরণী হতে

২। প্রারম্ভিক দেনাদার বের করা যায় কোন হিসাবের মাধ্যমে?

(ক) লাভ লোকসান বিবরণী হতে (খ) মোট দেনাদার হিসাব হতে
(গ) মোট পাওনাদার হিসাব হতে (ঘ) নগদ প্রবাহ বিবরণী হতে

৩। মোট পাওনাদার হিসাবের মাধ্যমে জানা যায়-

(i) বাকীতে ক্রয়
(ii) বাকীতে বিক্রয়
(iii) সমাপনী পাওনাদার
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

পাঠ-১০.৪ স্থায়ী সম্পদ, বিনিয়োগ, চলতি সম্পদ, দীর্ঘ মেয়াদী ও চলতি দায়ের পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- স্থায়ী সম্পদ কি এবং কোন কোন সম্পদ স্থায়ী সম্পদ তা জানতে পারবেন।
- বিনিয়োগ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- চলতি দায় ও দীর্ঘ মেয়াদী দায় কি তা জানতে পারবেন।

স্থায়ী সম্পদ (Fixed Asset)

যে সকল সম্পদ একবার ক্রয় করে বহুদিন ধরে মুনাফা অর্জন করা যায় বা মুনাফা ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী সম্পদ বলে। স্থায়ী সম্পদ ব্যবসায়ে দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহৃত হয়। এ সকল সম্পদ বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় করা হয় না বরং ব্যবসায়ে ব্যবহারের জন্য ক্রয় করা হয়। যেমন- জমি, দালানকোঠা, কলকব্জা, আসবাবপত্র, ট্রেডমার্ক, সুনাম ইত্যাদি।

বিনিয়োগ (Investment)

অতিরিক্ত আয় করার উদ্দেশ্যে যে অর্থ কাজে লাগানো হয় তাকে বিনিয়োগ বলে। বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার এবং ঋণপত্র ক্রয় অথবা অন্য কোন লাভজনক খাতে অতিরিক্ত আয় করার জন্য বিনিয়োগ করে থাকে। এই বিনিয়োগ এক বছর কিংবা তার কম সময় হলে তাকে স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ বলে। পক্ষান্তরে, এক বছরের অধিক সময়ের জন্য যে অর্থ বিনিয়োগ করা হয় তাকে দীর্ঘ মেয়াদী বিনিয়োগ বলে। স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ চলতি সম্পদ হিসেবে গণ্য করা হয়।

চলতি সম্পদ (Current Assets)

যে সম্পদ যত তাড়াতাড়ি নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তাকে চলতি সম্পদ বলে। এ সম্পদ বিক্রয়ের জন্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করা হয়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সম্পদের সুবিধা এক বছরের মত ভোগ করা যায় বা এক বছরের মধ্যে নগদ অর্থে পরিণত করা যায় তাকে চলতি সম্পদ বলে। চলতি সম্পদ সর্বদাই পরিবর্তনশীল। যেমন- বিবিধ দেনাদার বা প্রাপ্য হিসাব, প্রাপ্য বিল, মজুদ পণ্য, হাতে নগদ, ব্যাংক জমা, অগ্রিম খরচ, প্রাপ্য হিসাব ইত্যাদি।

দীর্ঘ মেয়াদী দায় (Long-term Liabilities)

যে দায় এক বছরের অধিক সময় ধরে পরিশোধ করা যায় তাকে দীর্ঘমেয়াদী দায় বলে। দীর্ঘ মেয়াদী দায় সাধারণ ১০ বছর বা ২০ বছর বা তারও অধিক সময় ধরে পরিশোধ করা যায়। যেমন- ব্যাংক ঋণ, হাউজ বিল্ডিং ঋণ, বন্ধকী ঋণ। এর মেয়াদ দীর্ঘ সময়।

চলতি দায় (Current Liabilities)

যে দায় এক বছর বা তার কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে চলতি দায় বলে। এই সকল দায় খুব কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয়। এর মেয়াদ স্বল্প সময়। যেমন- বিবিধ পাওনাদার, ব্যাংক জমাতিরিক্ত, প্রদেয় বিল, প্রদেয় হিসাব, বকেয়া খরচ, আয়কর, সঞ্চিতি, প্রস্তাবিত লভ্যাংশ, অগ্রিম আয় ইত্যাদি।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	i) ৩টি স্থায়ী সম্পদের নাম লিখুন। ii) ৫টি চলতি সম্পদের নাম লিখুন। iii) ৫টি চলতি দায়ের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

- যে সম্পদ জীবনে একবার ক্রয় করলে তার সুফল অনেক দিন ভোগ করা যায় তাকে স্থায়ী সম্পদ বলে। যেমন- ভূমি, দালানকোঠা, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ইত্যাদি।

- যে অর্থ অতিরিক্ত আয়ের জন্য খাটানো হয় তাকে বিনিয়োগ বলে।
- যে সকল সম্পদের সুবিধা এক বছরের মধ্যে শেষ হয়ে যায় তাকে চলতি সম্পদ বলে।
- যে সকল দায়-দীর্ঘ দিন ধরে পরিশোধ করা যায় তাকে দীর্ঘ মেয়াদী দায় বলে।
- যে সকল দায় এক বছরের কম সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হয় তাকে চলতি দায় বলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কোনটি চলতি সম্পদ?
(ক) আসবাবপত্র (খ) প্যাটেন্ট
(গ) মজুদ পণ্য (ঘ) সুনাম

২। কোনটি দীর্ঘ মেয়াদী দায়?
(ক) বিনিয়োগ (খ) বন্ধকী ঋণ
(গ) ব্যাংক জমাতিরিক্ত (ঘ) বকেয়া খরচ

৩। স্থায়ী সম্পদ-
(i) আসবাবপত্র (ii) বিবিধি দেনাদার (iii) ভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৪। দীর্ঘ মেয়াদী দায়-
(i) ব্যাংক ঋণ (ii) হাউজ বিল্ডিং ঋণ (iii) প্যাটেন্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) i, iii
(গ) ii, iii (ঘ) i, ii, iii

৫। অস্পর্শনীয় সম্পদ কোনটি?
(ক) প্রাপ্য বিল (খ) সুনাম
(গ) আসবাবপত্র (ঘ) অগ্রিম খরচ

পাঠ-১০.৫ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- এই পাঠ শেষে কিভাবে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায় তা জানতে পারবেন।
- কিভাবে বিশদ আয় বিবরণী করতে হয় তা জানতে পারবেন।
- কিভাবে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা যায় তা জানতে পারবেন।

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হতে কিভাবে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যায় তার পদক্ষেপ নিম্নরূপ

১. প্রথমে প্রারম্ভিক মূলধন যেমন প্রারম্ভিক সম্পদ ও প্রারম্ভিক দায়ের একটি বিবরণী তৈরি করতে হবে। পূর্ব পাঠ-এ প্রারম্ভিক মূলধন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। প্রারম্ভিক বিষয় বিবরণীতে উল্লেখিত সম্পত্তি দায় নিয়ে প্রারম্ভিক জাবেদায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সকল প্রারম্ভিক সম্পত্তিকে ডেবিট এবং সকল প্রারম্ভিক দায় ও মূলধনকে ক্রেডিট করতে হবে।

২. নগদ, পাওনাদারবৃন্দ ও দেনাদারবৃন্দ ব্যতীত অন্যান্য সকল সম্পত্তি, দায় গুলো জাবেদা হতে নিজ নিজ খতিয়ানে স্থানান্তর করতে হবে। এ পদ্ধতিতে নগদ, পাওনাদার ও দেনাদার হিসাব পূর্বেই খতিয়ানে লিপিবদ্ধ থাকে বিধায় এদের জন্য নতুন করে হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার কোন প্রয়োজন নেই।

৩. নগদান বইতে ব্যক্তির হিসাব সংক্রান্ত দেনা-পাওনা ব্যতীত সম্পত্তি ও নামিক হিসাব সংক্রান্ত লেনদেনসমূহ খতিয়ানে স্থানান্তর করতে হবে। যদি তিনঘরা নগদান বই হয় তাহলে বাট্টার কলামের মোট অংক সংশ্লিষ্ট খতিয়ান হিসাবে মোট প্রাপ্ত বাট্টা ও মোট প্রদত্ত বাট্টা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪. ব্যক্তিক হিসাবের বিভিন্ন লেনদেন বিশ্লেষণ করে ধারে ক্রয়, ধারে বিক্রয়, প্রাপ্য বিল ও প্রদেয় বিল ইত্যাদি সংশ্লিষ্ট খতিয়ান হিসাবে সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৫. ব্যবসায়ের লেনদেনগুলো দুতরফা দাখিলাভুক্ত করার পর যদি অন্যান্য কোন বিষয় যেমন- বকেয়া খরচ, অগ্রিম খরচ, প্রাপ্য আয়, অগ্রিম প্রাপ্ত আয়, মালিক কর্তৃক পণ্য উত্তোলন ইত্যাদি বিষয়গুলো সমন্বয় না হলে তা জাবেদার মাধ্যমে সমন্বয় করে খতিয়ানে বসাতে হবে।

উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার পর এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রক্ষিত হিসাব সম্পূর্ণ দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করা যাবে যা হতে একটি রেওয়ামিল প্রস্তুত করা যাবে এবং রেওয়ামিল হতে বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা যবে।

এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দুতরফা দাখিলায় রূপান্তর করার নিয়মাবলী

Single Entry Converted into Double Entry

একতরফা দাখিলা পদ্ধতিকে দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে রূপান্তর করে বিশদ আয় বিবরণী ও আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করা যাবে। কোন ব্যবসায়ের এক তরফা দাখিলা পদ্ধতির হিসাব বইসমূহ দু'তরফা দাখিলা হিসাব ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও রূপান্তর করতে হলে নিম্নলিখিত নিয়ামবলী অনুসরণ করতে হবে।

১। নগদান বই প্রস্তুতকরণ

প্রতিষ্ঠানের নগদ সংক্রান্ত প্রাপ্তি ও প্রদান যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয় তাকে নগদান বই বলা হয়। যাবতীয় নগদ প্রাপ্তি ও নগদ প্রদান সমূহের ভিত্তিতে নগদান বই প্রস্তুত করা হয় এবং মোট প্রাপ্তি ও মোট প্রদানের মধ্যে সমতা বিধান করতে হবে। একটি নগদান বই এর নমুনা নিচে দেয়া হলঃ

নগদান বই

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
উদ্বৃত্ত	**	প্রদেয় বিল	**
প্রাপ্য হিসাব হতে প্রাপ্তি	**	নগদ ক্রয়	**
নগদ বিক্রয়	**	অন্যান্য ব্যয়সমূহ	**
ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহণ	**	উত্তোলন	**
অন্যান্য প্রাপ্তি	**	উদ্বৃত্ত	**
	**		**

২। আর্থিক বিবরণী (প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়)

ব্যবসায়ে সকল প্রারম্ভিক সম্পদ হতে প্রারম্ভিক দায় বিয়োগ করে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করা হয়। নীচে প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়ের নমুনা দেয়া হলঃ

প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয়

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
প্রদেয় হিসাব	***	নগদ তহবিল	***
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	***	ব্যাংক জমা	***
বকেয়া খরচ	***	প্রাপ্য হিসাব	***
প্রারম্ভিক মূলধন	***	প্রারম্ভিক মজুদ পণ্য	***
	***		***

৩। প্রাপ্য হিসাব নির্ণয়

ধারে পণ্য বিক্রয়, প্রারম্ভিক প্রাপ্য হিসাব এবং সমাপনী প্রাপ্য হিসাব জানার জন্য মোট প্রাপ্য হিসাব প্রস্তুত করতে হবে। নিচে প্রাপ্য হিসাবের নমুনা দেয়া হল:

মোট দেনাদার হিসাব/প্রাপ্য হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	***	দেনাদারের নিকট থেকে নগদ আদায়	***
ধারে বিক্রয়	***	প্রাপ্য নোট প্রাপ্তি	***
		বাট্টা প্রদান	***
		আন্ডঃ ফেরত	***
		কু-ঋণ	***
		সমাপনী উদ্বৃত্ত	***
	***		***

৪। সমাপনী প্রদেয় হিসাব নির্ণয়ঃ প্রতিষ্ঠানের ধারে পণ্য ক্রয় প্রারম্ভিক প্রদেয় হিসাব এবং সমাপনী প্রদেয় হিসাব জানার জন্য সমাপনী / মোট প্রদেয় হিসাব নির্ণয় করতে হয়।

নীচে মোট প্রদেয় হিসাবের নমুনা দেয়া হল:

মোট প্রদেয় হিসাব

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রদেয় হিসাবে নগদ প্রদান	***	উদ্বৃত্ত	***
ইস্যুকৃত প্রদেয় নোট	***	ধারে বিক্রয়	***
বাট্টা প্রাপ্তি	**		
বহিঃ ফেরত	**		
সমাপনী উদ্বৃত্ত	***		
	***		***

৫। সমাপনী প্রাপ্য নোট

প্রাপ্য বিল সংক্রান্ত লেনদেনগুলো জানার জন্য প্রাপ্য বিল হিসাব বিবরণী তৈরি করতে হয়। নীচে প্রাপ্য বিল নির্ণয়ের একটি নমুনা দেয়া হল।

প্রাপ্য বিল নির্ণয়

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	***	প্রাপ্য নোট নগদে	
প্রাপ্য হিসাবের কাছ থেকে		মর্যাদাকৃত	***
বিলের স্বীকৃতি প্রাপ্তি	***	সমাপনী উদ্বৃত্ত	***
	***		***

৬। সমাপনী প্রদেয় নোট নির্ণয়

প্রদেয় নোট সংক্রান্ত লেনদেনগুলো জানার জন্য প্রদেয় বিল হিসাব নির্ণয় করতে হয়। নীচের প্রদেয় বিল নির্ণয়ের একটি নমুনা দেয়া হল।

প্রদেয় বিল নির্ণয়

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
প্রদেয় হিসাবে নগদ পরিশোধ	***	প্রারম্ভিক উদ্বৃত্ত	***
সমাপনী উদ্বৃত্ত	***	প্রদেয় হিসাবে বিল ইস্যু	***
	***		***

উপর্যুক্ত পদ্ধতিগুলো অনুসরণ করে একতরফা দাখিলা পদ্ধতি হতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে একটি চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করা যায়।

উদাহরণ-১

মিঃ জাওয়াদ এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। ২০১৩ সালে তার নগদান বইটি নিম্নরূপঃ

প্রাপ্তি	টাকা	প্রদান	টাকা
দেনাদারের নিকট হতে প্রাপ্তি	৬০,০০০	ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন (১.১.১৩)	৪,০০০
নগদ বিক্রয়	১০,০০০	পাওনাদারকে প্রদান	৩০,০০০
		মজুরি	১০,০০০
		কারবার খরচ	১৩,০০০
		উত্তোলন	৬,০০০
		ব্যাংক (৩১.১২.১৩)	৬,০০০
		নগদ (৩১.১২.১৩)	১,০০০
	৭০,০০০		৭০,০০০

অন্যান্য হিসাব উদ্বৃত্ত নিম্নরূপ

হিসাবের নাম	১.১.১৩	৩১.১২.১৩
মজুদ পণ্য	১০,০০০	১৫,০০০
দেনাদার	৪০,০০০	৬০,০০০
পাওনাদার	১০,০০০	১৫,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	২০,০০০
যন্ত্রপাতি	৩০,০০০	৩০,০০০

অন্যান্য সমন্বয়ঃ যন্ত্রপাতির উপর ১০%, আসবাবপত্রের উপর ৫% অবচয় ধার্য করুন। দেনাদারের উপর ৫% অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।

করণীয়

(ক) প্রারম্ভিক মূলধন, ধারে বিক্রয় ও ধারে ক্রয় নির্ণয় করুন।
(খ) বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
(গ) আর্থিক অবস্থা বিবরণী তৈরি করুন।

বিষয় বিবরণী (১.১.১৩)

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
পাওনাদার	১০,০০০	মজুদ পণ্য	১০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত উত্তোলন	৪,০০০	দেনাদার	৪০,০০০
মূলধন (পার্থক্য)	৮৬,০০০	আসবাবপত্র	২০,০০০
		যন্ত্রপাতি	৩০,০০০
	১,০০,০০০		**১,০০,০০০**

দেনাদার হিসাব

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
ব্যালেন্স বি/ডি	৪০,০০০	নগদান হিসাব	৬০,০০০
ধারে বিক্রয় (পার্থক্য)	৮০,০০০	ব্যালেন্স সি/ডি	৬০,০০০
	১,২০,০০০		**১,২০,০০০**

পাওনাদার হিসাব

দায়	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
নগদান হিসাব	৩০০০০	ব্যালেন্স বি/ডি	১০০০০
ব্যালেন্স সি/ডি	১৫০০০	ধারে ক্রয় (পার্থক্য)	৩৫০০০
	৪৫০০০		**৪৫০০০**

খ) বিশদ আয় বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের

বিবরণ			টাকা	টাকা
বিক্রয়ঃ নগদ			১০,০০০	
ধারে			৮০,০০০	৯০,০০০
(-) বাদ বিক্রীত পণ্যের ব্যয়ঃ				
প্রারম্ভিক মজুদ			১০,০০০	
ক্রয়			৩৫,০০০	
মজুরি			১০,০০০	
			৫৫,০০০	
বাদ সমাপনী মজুদ পণ্য			১৫,০০০	৪০,০০০
		মোট লাভ		৫০,০০০
বাদ পরিচালনা ব্যয়ঃ				
কারবার খরচ			১৩,০০০	
অনাদায়ী পাওনা সঞ্চিতি			৩,০০০	
অবচয়ঃ আসবাবপত্র	১,০০০			
যন্ত্রপাতি	৩,০০০		৪,০০০	২০,০০০
		নীট লাভ		৩০,০০০

আর্থিক অবস্থার বিবরণী

২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে

বিবরণ			টাকা	টাকা
চলতি সম্পদঃ				
হাতে নগদ			১,০০০	
ব্যাংক জমা			৬,০০০	
দেনাদার	৬০,০০০			
(-) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	৩,০০০		৫৭,০০০	
মজুদ পণ্য			১৫,০০০	
স্থায়ী সম্পদঃ				৭৯,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০			
(-) অবচয়	১,০০০		১৯,০০০	
যন্ত্রপাতি		৩০,০০০		
(-) অবচয়		৩,০০০	২৭,০০০	৪৬,০০০
		মোট সম্পদ		**১,২৫,০০০**
দায় ও মূলধনঃ				
চলতি দায়ঃ পাওনাদার				
মূলধনঃ			১৫,০০০	
প্রারম্ভিক মূলধন	৮৬,০০০			
যোগ নীট লাভ	৩০,০০০			
	১,১৬,০০০			
(-) উত্তোলন	৬,০০০		১,১০,০০০	১,২৫,০০০
		মোট দায়		**১,২৫,০০০**

শিক্ষার্থীর কাজ	মোট দেনাদার হিসাব ও মোট পাওনাদার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত ৫টি করে আইটেম উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

i) প্রারম্ভিক সকল সম্পত্তি থেকে প্রারম্ভিক সকল দায় বিয়োগ করলে প্রারম্ভিক মূলধন পাওয়া যায়।
ii) নগদান বইতে সকল নগদ সংক্রান্ত আয়-ব্যয় লিপিবদ্ধ করা হয়।
iii) মোট দেনাদার হিসাব হতে ধারে বিক্রয়, প্রারম্ভিক দেনাদার, সমাপনী দেনাদার নির্ণয় করা যায়।
iv) মোট পাওনাদার হিসাব হতে ধারে ক্রয়, প্রারম্ভিক পাওনাদার, সমাপনী পাওনাদার নির্ণয় করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মোট দেনাদার হিসাবের আইটেম কোন্‌টি?
ক. ধারে ক্রয় খ. ধারে বিক্রয়
গ. পাওনাদার ঘ. প্রদেয় হিসাব

২। মোট পাওনাদার হিসাবের আইটেম নয় কোন্‌টি?
ক. ধারে ক্রয় খ. দেনাদারের নিকট থেকে প্রাপ্তি
গ. প্রদেয় হিসাব ঘ. বহি:ফেরত

৩। এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি হতে দুতরফা দাখিলা পদ্ধতি নির্ণয় করার জন্য প্রয়োজন
i. ধারে ক্রয় ii. ধারে বিক্রয় iii. প্রারম্ভিক মূলধন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১০.৬ সৃজনশীল / ব্যবহারিক প্রশ্নাবলি

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পূর্ববর্তী পাঠের তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে কতিপয় গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারবেন

উদাহরণ-১

জনাব ইমরুল এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। ২০১২ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখে তার ব্যবসায়ের অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

হিসাবের নাম	টাকা
নগদ তহবিল	১৫০০
ব্যাংক জমা	৩৭৫০০
বিবিধ দেনাদার	৪৫০০০
মজুদ পণ্য	২৭০০০
আসবাবপত্র	১২০০০
বিবিধ পাওনাদার	৩৩৫০০

২০১২ সালের ১ জানুয়ারী তারিখে জনাব ইমরুলের মূলধন ছিল ১০০০০০ টাকা। বছরে মিঃ ইমরুল ব্যবসা হতে নিজ প্রয়োজনে ২৪০০০ টাকা উত্তোলন করেছেন।

(ক) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।

(খ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করুন।

(গ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি তৈরি করুন।

সমাধান ঃ ১

ক) সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায় সমূহ	টাকা	সম্পদ সমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	৩৩,৫০০	নগদ তহবিল	১,৫০০
		ব্যাংক জমা	৩৭,৫০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৮৯,৫০০	বিবিধ দেনাদার	৪৫,০০০
		মজুদ পণ্য	২৭,০০০
		আসবাবপত্র	১২,০০০
	১,২৩,০০০		১,২৩,০০০

খ)

মিঃ ইমরুলের

লাভ লোকসান বিবরণী

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের

বিবরণী	টাকা	বিবরণী	টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন	১,০০,০০০	সমাপনী মূলধন	৮৯,৫০০
		উত্তোলন	২৪,০০০
নিট লাভ	১৩,৫০০		
	১,১৩,৫০০		১,১৩,৫০০

গ)

মিঃ ইমরুল
বৈষয়িক বিবৃতি
৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সাল

দায়		টাকা	সম্পদ	টাকা
বিবিধ পাওনদার		৩৩,৫০০	নগদ তহবিল	১,৫০০
প্রারম্ভিক মূলধন	১,০০,০০০		ব্যাংক জমা	৩৭,৫০০
(+) নিট লাভ	১৩,৫০০		বিবিধ দেনাদার	৪৫,০০০
	১,১৩,৫০০		মজুদ পণ্য	২৭,০০০
(-) উত্তোল	২৪,০০০	৮৯,৫০০	আসবাবপত্র	১২,০০০
		১,২৩,০০০		**১,২৩,০০০**

উদাহরণ-০২

জনাব মাহিন এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব রাখেন। তার হিসাব বইয়ের খতিয়ানের উদ্বৃত্তগুলো নিম্নরূপঃ

হিসাবের নাম	১লা জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)
নগদ তহবিল	৫৫০	১,৪৫০
ব্যাংক জমা	১,২০০	২,০০০ (ক্রে)
বিবিধ দেনাদার	৪৫,০০০	৪৮,০০০
মজুদ পণ্য	২২,০০০	৩৮,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	২০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১০,০০০	১৫,০০০

তিনি সারা বছর ধরে প্রতি মাসে ২০০ টাকা নগদ এবং ১,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। তার স্ত্রী গহনা ৬০,০০০ টাকা বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে কারবারের জন্য একটি ডেলিভারী ভ্যান ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী

(১) ব্যবসায় খরচাবলি ২,০০০ টাকা বকেয়া রয়েছে এবং ভাড়া ৩,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। (২) বিবিধ দেনাদারের ২,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ১০% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি তৈরি করতে হবে। (৩) আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়

(ক) ২০১২ সালের প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(খ) উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করুন।
(গ) উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করুন।

ক)

জনাব মাহিন
প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায়সমূহ	টাকা		সম্পদসমূহ	টাকা	
	প্রারম্ভিক	সমাপনী		প্রারম্ভিক	সমাপনী
ব্যাংক জমা (ক্রে)	-	২,০০০	নগদ তহবিল	৫৫০	১,৪৫০
বিবিধ পাওনাদার	১০,০০০	১৫,০০০	ব্যাংক জমা	১,২০০	-
			বিবিধ দেনাদার	৪৫,০০০	৪৮,০০০
মূলধন (সম্পদ ও	৭৮,৭৫০	১,৩০,৪৫০	মজুদ পণ্য	২২,০০০	৩৮,০০০
দায়ের পার্থক্য)			আসবাবপত্র	২০,০০০	২০,০০০
			ডেলিভারি ভ্যান	-	৪০,০০০
	৮৮,৭৫০	**১,৪৭,৪৫০**		**৮৮,৭৫০**	**১,৪৭,৪৫০**

জনাব মাহিন

লাভ-লোকসান বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		৭৮,৭৫০	সমাপনী মূলধন		১,৩০,৪৫০
অতিরিক্ত মূলধন		৪০,০০০	উত্তোলনঃ		
বকেয়া ব্যবসায় খরচবালি		২,০০০	নগদ (২০০×১২) = ২৪০০		
অনাদায়ী দেনা	২,০০০		পণ্য = ১০০০		৩,৪০০
(+) নতুন সঞ্চিতি	৪,৬০০	৬,৬০০	অগ্রিম ভাড়া		৩,০০০
অবচয়ঃ আসবাবপত্র		২,০০০			
নিট লাভ		৭,৫০০			
		১,৩৬,৮৫০			**১,৩৬,৮৫০**

গ)

জনাব মাহিন
বৈষয়িক বিবরণী
৩১.১২.২০১২ সাল

দায় সমূহ		টাকা	সম্পদ সমূহ		টাকা
ব্যাংক জমা (ক্রেঃ)		২,০০০	নগদ তহবিল		১,৪৫০
বিবিধ পাওনাদার		১৫,০০০	বিবিধ দেনাদার	৪৮,০০০	
প্রারম্ভিক মূলধন	৭৮,৭৫০		(-) অনাদায়ী দেনা	২,০০০	
(+) অতিরিক্ত মূলধন	৪০,০০০			৪৬,০০০	
	১,১৮,৭৫০		(-) নতুন সঞ্চিতি	৪,৬০০	৪১,৪০০
(+) নিট লাভ	৭,৫০০		মজুদ পণ্য		৩৮,০০০
	১,২৬,২৫০		আসবাবপত্র	২০,০০০	
(-) উত্তোলন	৩,৪০০	১,২২,৮৫০	(-) অবচয়	২,০০০	১৮,০০০
বকেয়া খরচাবলি		২,০০০	ডেলিভারি ভ্যান		৪০,০০০
			অগ্রিম ভাড়া		৩,০০০
		১,৪১,৮৫০			**১,৪১,৮৫০**

উদাহরণ ঃ ৩

জনাব রফিক একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন। ২০১১ সালে তার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১ জানুয়ারি ২০১১ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১১ (টাকা)
নগদ	৪,০০০	৬,৫০০
ব্যাংক জমা	৩,০০০ (ক্রে)	৫,০০০
মজুদ পণ্য	১২,৫০০	১৮,০০০
বিবিধ দেনাদার	৩৮,৫০০	৪২,০০০
প্রদেয় বিল	-	৩,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১৩,০০০	১২,০০০
বকেয়া মজুরি	৩,০০০	-
আসবাবপত্র	৯,০০০	-
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৩০,০০০	-
১০% বিনিয়োগ (১.৭.২০১১)		৩০,০০০

জনাব রফিক সারা বছর ধরে প্রতি মাসের প্রথম তারিখে ৫০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেন এবং পণ্য উত্তোলন করেন ১,০০০ টাকা। জুলাই মাসের ১ তারিখে ব্যক্তিগত মোটর সাইকেল ৫০,০০০ টাকা বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের দুই পঞ্চমাংশ দিয়ে কারবারের জন্য মোটর লরি ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী

(১) বছরের মাঝামাঝি সময়ে ৫,০০০ টাকার আসবাবপত্র ক্রয় করেন।
(২) নগদ উত্তোলনের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে।
(৩) আসবাবপত্র ও কলকব্জার উপর ৫% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) বিনিয়োগ ও উত্তোলনের উপর সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করুন।

সমাধান- ৩

ক)

বিনিয়োগ সুদ $= ৩০,০০০ \times ১০\% \times \frac{৬}{১২} = ১,৫০০$ টাকা

উত্তোলনের সুদ $= A \times \% \times \frac{১৩}{২}$

$= ৫০০ \times ১০\% \times \frac{১৩}{২} = ৩২৫$ টাকা

খ) প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায় সমূহ	টাকা		সম্পদ সমূহ	টাকা	
	প্রারম্ভিক	সমাপনী		প্রারম্ভিক	সমাপনী
ব্যাংক জমা (ক্রে)	৩,০০০	-	নগদ	৪,০০০	৬,৫০০
প্রদেয় বিল	-	৩,০০০	ব্যাংক জমা	-	৫,০০০
বিবিধ পাওনাদার	১৩,০০০	১২,০০০	মজুদ পণ্য	১২,৫০০	১৮,০০০
বকেয়া মজুরি	৩,০০০	-	বিবিধ দেনাদার	৩৮,৫০০	৪২,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৭৫,০০০	১,৫০,৫০০	আসবাবপত্র	৯,০০০	১৪,০০০
			কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	৩০,০০০	৩০,০০০
			১০% বিনিয়োগ	-	৩০,০০০
			মোটর লরি	-	২০,০০০
	৯৪,০০০	১,৬৫,৫০০		৯৪,০০০	১,৬৫,৫০০

গ)

মিঃ রফিক
লাভ লোকসান বিবরণী
৩১ ডিসেম্বর ২০১১ সালের সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		৭৫,০০০	সমাপনী মূলধন		১,৫০,৫০০
অতিরিক্ত মূলধন		২০,০০০	উত্তোলনঃ		
অবচয়ঃ			নগদ ৫০০×১২	= ৬,০০০	
আসবাবপত্র	৫৭৫		পণ্য	= ১,০০০	৭,০০০
কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি	১,৫০০	২,০৭৫	বকেয়া বিনিয়োগ সুদ		১,৫০০
নীট লাভ		৬২,২৫০	উত্তোলনের সুদ		৩২৫
		১,৫৯,৩২৫			**১,৫৯,৩২৫**

উদাহরণ ঃ ৪

জনাব জাবেদ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি মোতাবেক হিসাব সংরক্ষণ করেন। ২০১২ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের অবস্থা নিম্নরূপঃ

মূলধন ও দেনা	টাকা	সম্পত্তি	টাকা
বকেয়া খরচাবলি	৪,০০০	ব্যাংক জমা	১০,৫০০
বিবিধ পাওনাদার	৫৬,০০০	বিবিধ দেনাদার	৭০,০০০
মূলধন	২,৩৭,০০০	মজুদ পণ্য	৪০,৫০০
		আসবাবপত্র	৪৫,০০০
		কলকব্জা	২৫,০০০
		দালানকোঠা	১,০০,০০০
		অগ্রিম খরচ	৬,০০০
	২,৯৭,০০০		**২,৯৭,০০০**

২০১২ সালে ৩১ ডিসেম্বর তারিখে দেখা গেল যে বিবিধ দেনাদারের পরিমাণ ৭৮,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ পণ্যের মূল্য ৬০,০০০ টাকা। বিবিধ পাওনাদার ৬০,০০০ টাকা এবং তার ব্যাংকে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত জমাতিরিক্ত হয়েছে। তিনি বছরে কারবার হতে নিজ প্রয়োজনে নগদ ২৪,০০০ টাকা এবং পণ্য ৫,০০০ টাকা উত্তোলন করেন। তিনি তার ব্যক্তিগত জমি ১২০০০০ টাকা বিক্রয় করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের অর্ধেক দিয়ে কারবারের জন্য মোটর লরি ক্রয় করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলি

১) এ বছর কারবার খরচ বকেয়া ৩,০০০ টাকা আছে পক্ষান্তরে ভাড়া বাবদ ২,০০০ টাকা অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে।
২) বিবিধ দেনাদারের ৪,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপর ১০% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি রাখতে হবে।
৩) প্রারম্ভিক মূলধনের উপর ১০% সুদ ধরতে হবে।
৪) স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

আপনার করণীয়

(ক) প্রারম্ভিক মূলধনের উপর সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) ২০১২ সালের সমাপনী মূলধন ৪,০০,০০০ টাকা ধরে উপর্যুক্ত ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের সমাপ্ত বছরের লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করুন।

উদাহরণ- ৪

সমাধান

(ক) প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ ২,৩৭,০০০ × ১০% = ২৩,৭০০ টাকা

(খ) সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায় সমূহ	টাকা	সম্পদ সমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	৬০,০০০	বিবিধ দেনাদার	৭৮,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	২০,০০০	সমাপনী মজুদ পণ্য	৬০,০০০
		আসবাবপত্র	৪৫,০০০
		কলকব্জা	২৫,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	২,৮৮,০০০	দালানকোঠা	১,০০,০০০
		মোটর লরি	৬০,০০০
	৩,৬৮,০০০		**৩,৬৮,০০০**

(গ)

মিঃ জাবেদ
লাভ লোকসান
৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালে সমাপ্ত বছরের জন্য

বিবরণ		টাকা	বিবরণ		টাকা
প্রারম্ভিক মূলধন		২,৩৭,০০০	সমাপনী মূলধন		২,৮৮,০০০
অতিরিক্ত মূলধন		৬০,০০০	উত্তোলনঃ		
প্রারম্ভিক মূলধনের সুদ		২৩,৭০০	নগদ	২৪,০০০	
বকেয়া খরচ		৩,০০০	পণ্য	৫,০০০	
অনাদায়ী দেনা	৪,০০০				২৯,০০০
(+) সঞ্চিতি	৭,৪০০	১১,৪০০	ভাড়া অগ্রিম		২,০০০
অবচয়ঃ					
আসবাবপত্র	৪,৫০০				
কলকব্জা	২,৫০০		নীট ক্ষতি		৩৩,১০০
দালানকোঠা	১০,০০০	১৭,০০০			
		৩,৫২,১০০			**৩,৫২,১০০**

উদাহরণ-৫

জনাব আবেদ একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন। তার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১ জানুয়ারি ২০১৩ (টাকা)	**৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ (টাকা)**
নগদ তহবিল	১০,০০০	৫,০০০
ব্যাংক জমা	২০,০০০ (ক্রে)	১৫,০০০
বিবিধ দেনাদার	২৫,০০০	৩০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২০,০০০	১৫,০০০
প্রাপ্য বিল	২৫,০০০	৩০,০০০
প্রদেয় বিল	১৫,০০০	২৫,০০০
আসবাবপত্র	১০,০০০	২০,০০০
যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	৫০,০০০
১০% ঋণ	৩০,০০০	-
১০% বিনিয়োগ (১.৪.১৩)	-	২০,০০০
মজুদ পণ্য	৪০,০০০	৪৫,০০০

তিনি সারা বছর ধরে মাসিক ২৫০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেন। সুদসহ ঋণ পরিশোধ করা হয় ১ জুলাই ২০১৩ তারিখে স্থায়ী সম্পত্তির উপর ৫% অবচয় ধরতে হবে। দেনাদারের ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।

আপনার করনীয়ঃ

(ক) সুদসহ কত টাকা ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে এবং বিনিয়োগের সুদ নির্ণয় করুন।

(খ) প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।

(গ) উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিট লাভ ৯৯,৭৫০ টাকা ধরে ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের বৈষয়িক বিবৃতি তৈরি করুন।

উদাহরণ-৫

সমাধানঃ

(ক) সুদসহ পরিশোধিত ঋণের পরিমাণ $= \{৩০০০০+(৩০০০০\times১০\%\times\frac{১}{২})\}$

$= \{৩০০০০+১৫০০\}$ টাকা

$= ৩১৫০০$ টাকা

$$\text{বিনিয়োগের সুদ} = (২০০০০ \times ১০\% \times \frac{৯}{১২})$$

$$= ১৫০০ \text{ টাকা}$$

(খ) প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয়

দায়সমূহ	টাকা		সম্পদ সমূহ	টাকা	
	প্রারম্ভিক	সমাপনী		প্রারম্ভিক	সমাপনী
ব্যাংক জমা (ক্রেঃ)	২০,০০০	-	নগদ তহবিল	১০,০০০	৫,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২০,০০০	১৫,০০০	ব্যাংক জমা	-	১৫,০০০
প্রদেয় বিল	১৫,০০০	২৫,০০০	বিবিধ দেনাদার	২৫,০০০	৩০,০০০
১০% ঋণ	৩০,০০০	-	প্রাপ্য বিল	২৫,০০০	৩০,০০০
মূলধন (সম্পত্তি ও দায়ের পার্থক্য)	৭৫,০০০	১,৭৫,০০০	আসবাবপত্র	১০,০০০	২০,০০০
			যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	৫০,০০০
			মজুদ পণ্য	৪০,০০০	৪৫,০০০
			১০% বিনিয়োগ (১.৪.১৩)	-	২০,০০০
	১,৬০,০০০	**২,১৫,০০০**		**১,৬০,০০০**	**২,১৫,০০০**

গ.

মিঃ আবেদ

বৈষয়িক বিবৃতি

৩১ ডিসেম্বর ২০১৩

দায় সমূহ		টাকা	সম্পদ সমূহ		টাকা
বিবিধ পাওনাদার		১৫,০০০	নগদ তহবিল		৫,০০০
প্রদেয় বিল		২৫,০০০	ব্যাংক জমা		১৫,০০০
প্রারম্ভিক মূলধন	৭৫,০০০		বিবিধ দেনাদার	৩০,০০০	
(+) নিট লাভ	৯৯,৭৫০		(-) অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি	১,৫০০	২৮,৫০০
	১,৭৪,৭৫০		প্রাপ্য বিল		৩০,০০০
(-) উত্তোলন	৩,০০০	১,৭১,৭৫০	আসবাবপত্র	২০,০০০	
			(-) অবচয়	৭৫০	১৯,২৫০
			যন্ত্রপাতি	৫০,০০০	
			(-) অবচয়	২,৫০০	৪৭,৫০০
			মজুদ পণ্য		৪৫,০০০
			১০% বিনিয়োগ (১.৪.১৩)	২০,০০০	
			(+) বকেয়া সুদ	১,৫০০	২১,৫০০
		২,১১,৭৫০			**২,১১,৭৫০**

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ব্যবহারিক প্রশ্নাবলি (Practical Questions)

১। জনাব জসিম একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার প্রতিষ্ঠানের হিসাব যথাযথ পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। ২০১২ সালে তার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১ জানুয়ারি ২০১২	৩১ ডিসেম্বর ২০১২
নগদ তহবিল	৩,০০০	৫,০০০
ব্যাংক জমা	৪,৫০০	৮,৫০০
বিবিধ দেনাদার	৪০,০০০	৬৫,০০০
১০% বিনিয়োগ (১.৪.১২)	-	১০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২৫,০০০	৩০,০০০
প্রদেয় বিল	৫,০০০	১০,০০০
মজুদ পণ্য	১৫,০০০	১২,০০০
আসবাবপত্র	৪০,০০০	-

তিনি সারা বছর ধরে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেন। তিনি তার স্ত্রীর গহনা ৬০,০০০ টাকা বিক্রয় করে এক চতুর্থাংশ কারবারে সরবরাহ করেন। ব্যবসায়ের খরচাবলি ৫০০ টাকা এখনও বকেয়া রয়েছে। আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) বিনিয়োগের সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) উপর্যুক্ত তথ্যের ভিত্তিতে লাভ লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করুন।

উত্তর

(ক) ৭৫০ টাকা।
(খ) প্রারম্ভিক মূলধন ৭২,৫০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ১,০০,৫০০ টাকা।
(গ) নিট লাভ ২১,২৫০ টাকা।

২। মিঃ মাসুদ তার প্রতিষ্ঠানে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন। তার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১লা জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	৩১ শে ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)
নগদ তহবিল	১০,০০০	২০,০০০
ব্যাংক জমাতিরিক্ত	১,৪০,০০০	৩০,০০০
বিবিধ দেনাদার	৩,৫০,০০০	৪,৭০,০০০
মজুদ পণ্য	১,২০,০০০	২,৪০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২,০০,০০০	১,৫০,০০০
প্রাপ্য বিল	৬০,০০০	৮০,০০০
প্রদেয় বিল	৫০,০০০	৩০,০০০
আসবাবপত্র	১,৬০,০০০	২,০০,০০০

জনাব মাসুদ সারা বছর ধরে প্রতি মাসে নগদ ১০,০০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। এ ছাড়াও পণ্য উত্তোলন করেন ৩০,০০০ টাকা। ডিসেম্বর মাসে বিবিধ দেনাদারগণের নিকট হতে আদায় করতে অসুবিধা হওয়ায় তিনি নগদ ২০,০০০ টাকা অতিরিক্ত মূলধন হিসেবে কারবারে সরবরাহ করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী

১) ব্যবসায়ের খরচাবলী ২,৫০০ টাকা বকেয়া আছে পক্ষান্তরে ২,০০০ টাকা ভাড়া অগ্রিম প্রদত্ত হয়েছে। ২) বিবিধ দেনাদারের ১০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য না এবং অবশিষ্ট দেনাদারের উপরে ১০% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ধরতে হবে। ৩) আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) আসবাবপত্রের উপর অবচয় নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১২ সালের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের চলতি সম্পদ ও চলতি দায় নির্ণয় করুন।

উত্তর

(ক) ১৮,০০০ টাকা।
(খ) প্রারম্ভিক মূলধন ৩,১০,০০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ৮,০০,০০০ টাকা।
(গ) চলতি সম্পদ ৮,১০,০০০ টাকা, চলতি দায় ২,১০,০০০ টাকা।

৩। জনাব করিম তাঁর প্রতিষ্ঠানের হিসাব একতরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১ জানুয়ারি ২০১২ (টাকা)	**৩১ ডিসেম্বর ২০১২ (টাকা)**
নগদ তহবিল	১৫,০০০	২০,০০০
ব্যাংক জমা	৩৪,০০০	৩৬,০০০
মজুদ পণ্য	১৫,০০০	২৪,০০০
বিবিধ দেনাদার	৬৫,০০০	৭৫,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২৫,০০০	৩২,০০০
প্রদেয় বিল	৫,০০০	৩,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	৩৫,০০০

জনাব করিম সারা বছর ধরে মোট ২,৪০০ টাকা নগদ উত্তোলন করেন। এছাড়াও কারবার হতে তিনি বছরে মোট ২,০০০ টাকার পণ্য উত্তোলন করেন। তিনি কারবারের ব্যবহারের জন্য ১৫,০০০ টাকার নতুন আসবাবপত্র ক্রয় করেন এবং এই আসবাবপত্র ক্রয়ের জন্য তার ব্যক্তিগত মোটরগাড়ি বিক্রয় করে ১০,০০০ টাকা কারবারে সরবরাহ করেন।

অন্যান্য তথ্যাবলী

১) কারবার খরচ বকেয়া রয়েছে ২,০০০ টাকা।
২) বিবিধ দেনাদারের ১০,০০০ টাকা আদায়যোগ্য নয় এবং অবশিষ্ট দেনাদারের ৫% হারে অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি সৃষ্টি করতে হবে।
৩) আসবাবপত্রের উপর ১০% অবচয় ধার্য করতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) ২০১২ সালের প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের লাভ লোকসান বিবরণী তৈরি করুন।
(গ) ২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ সালের বৈষয়িক বিবৃতি প্রস্তুত করুন।

উত্তর

(ক) প্রারম্ভিক মূলধন ১,১৯,০০০ টাকা, সমাপনী মূলধন, ১,৫৫,০০০ টাকা।
(খ) নিট লাভ ১২,৪০০ টাকা
(গ) ১,৭৪,০০০ টাকা।

৪। জনাব শফিক একজন খুচরা ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায় হিসাব বই দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করেন না। তার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১ জানুয়ারি ২০১৩ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ (টাকা)
নগদ তহবিল	২০,০০০	২৫,০০০
ব্যাংক জমা	১৫,০০০ (ক্রে)	১৫,০০০
বিবিধ দেনাদার	৩৫,০০০	৪০,০০০
বিবিধ পাওনাদার	২০,০০০	২৫,০০০
প্রাপ্য বিল	১৫,০০০	৫,০০০
যন্ত্রপাতি	৬০,০০০	৭৫,০০০
১০% ঋণ	৩০,০০০	-
৫% বিনিয়োগ (১.৭.১৩)	-	১০,০০০
মজুদ পণ্য	৩০,০০০	৪০,০০০

তিনি মাসিক ৫০০ টাকা করে সারা বছর উত্তোলন করেন। তিনি ১ জুলাই ২০১৩ তারিখে ৪০,০০০ টাকা দিয়ে একটি কম্পিউটার ক্রয় করেন যার প্রয়োজনীয় অর্থের অংশ বিশেষ ব্যক্তিগত মোটরগাড়ী ২৫,০০০ টাকা বিক্রয় করে নির্বাহ করেন। ১ জুলাই ২০১৩ তারিখে ঋণ পরিশোধ করা হয়। স্থায়ী সম্পত্তির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে। দেনাদারের ৫% অনাদায়ী দেনা সঞ্চিতি ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) বিনিয়োগের সুদ ও ঋণের সুদ নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১৩ সালের প্রারম্ভিক মূলধন ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) ২০১৩ সালের নিট লাভ ১,০০,৫০০ টাকা ধরে বৈষয়িক বিবরণী প্রস্তুত করুন।

উত্তর

(ক) বিনিয়োগের সুদ ২৫০ টাকা এবং ঋণের সুদ ১,৫০০ টাকা।
(খ) প্রারম্ভিক মূলধন ৯৫,০০০ টাকা এবং সমাপনী মূলধন ২,২৫,০০০ টাকা।
(গ) মোট সম্পদ ২,৩৯,৫০০ টাকা।

উদাহরণঃ ৫

জনাব হারুন তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এক তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ করেন। ২০১২ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখে তার কারবারের অবস্থা নিম্নরূপঃ

বৈষয়িক বিবরণী
২০১২ সালের ১ জানুয়ারি

দায় সমূহ	টাকা	সম্পত্তি সমূহ	টাকা
বিবিধ পাওনাদার	২০,০০০	নগদান তহবিল	২০,০০০
বকেয়া খরচাবলি	৩,০০০	ব্যাংক জমা	১,১০,০০০
১০% ঋণ	৫০,০০০	বিবিধ দেনাদার	৭২,০০০
		মজুদ পণ্য	৯০,০০০
মূলধন (পার্থক্য)	৪,৬১,০০০	আসবাবপত্র	৪০,০০০
		দালানকোঠা	২,০০,০০০
		অগ্রিম খরচ	২,০০০
	৫,৩৪,০০০		**৫,৩৪,০০০**

২০১২ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপ বিবিধ দেনাদার ১,৫০,০০০ টাকা, সমাপনী মজুদ পণ্য ৯০,০০০ টাকা, নগদ তহবিল ৭৫,০০০ টাকা, ব্যাংক জমা ১,৬০,০০০ টাকা। বিবিধ পাওনাদার ৫০,০০০ টাকা, বকেয়া খরচ ৪,০০০ টাকা। ২০১২ সালের জুলাই-১ তারিখে ১০,০০০ টাকার ঋণ পরিশোধ করা হয়েছে। ঋণের সুদ এখনও পরিশোধ করা হয়নি।

জনাব হারুন তার ব্যক্তিগত জমি ৯০,০০০ টাকা বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ অর্থের দুই তৃতীয়াংশ দিয়ে কারবারের জন্য একটি মোটরলরি ক্রয় করেন। সারা বছর ধরে মাসে ৩,০০০ টাকা করে নগদ উত্তোলন করেন। আসবাবপত্র ও দালানকোঠার উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) ২০১২ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে চলতি সম্পদ ও চলতি দায় নির্ণয় করুন।
(খ) ২০১২ সালের সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) ২০১২ সালের সমাপনী মূলধন ৫,৮১,০০০ টাকা ধরে লাভ-লোকসান বিবরণী প্রস্তুত করুন।

উত্তর

(ক) চলতি সম্পদ ২,৯৪,০০০ টাকা, চলতি দায় ২৩,০০০ টাকা।
(খ) সমাপনী মূলধন ৬,৮১,০০০।
(গ) নিট লাভ ৩৭,৫০০ টাকা।

৬। জনাব মুসা এক তরফা দাখিলা পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ২০১৪ সালে তাঁর আর্থিক অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ

হিসাবের নাম	১ জানুয়ারি ২০১৪ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৪ (টাকা)
হাতে নগদ	৮,০০০	১২,৫০০
ব্যাংক উদ্বৃত্ত	৪,০০০	১,০০০ (ক্রে)
মজুদ পণ্য	২৮,০০০	৩৭,০০০
ইজারা সম্পত্তি	৪০,০০০	-
প্রাপ্য হিসাব	৫২,০০০	৬৬,০০০
আসবাবপত্র	১১,০০০	-
বকেয়া খরচ	২০০	৪৫০

অন্যান্য তথ্যাবলী

১) প্রাপ্য হিসাবের ৫% আদায়যোগ্য নয়।
২) ইজারা সম্পত্তি ৫ বছরের জন্য।

করণীয়ঃ

(ক) বছরের শেষে ইজারা সম্পত্তি ও প্রাপ্য হিসাবের পরিমাণ কত নির্ণয় করুন।
(খ) প্রারম্ভিক ও সমাপনী মূলধন নির্ণয় করুন।
(গ) বছরের শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ নির্ণয় করুন।

উত্তর

(ক) ইজারা সম্পত্তি ৩২,০০০ টাকা এবং প্রাপ্য হিসাব ৬২,৭০০ টাকা।
(খ) প্রারম্ভিক মূলধন ১,৪২,৮০০ টাকা, সমাপনী মূলধন ১,৬৫,০৫০ টাকা।
(গ) মোট সম্পদ ১,৫৫,২০০ টাকা।

(এক তরফা দাখিলা হতে দু'তরফা দাখিলায় রূপান্তর)

৭। জনাব নাসিম দু'তরফা দাখিলা পদ্ধতিতে তার হিসাব বই সংরক্ষণ করেন না। তার আর্থিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

	১ জানুয়ারি ২০১৩ (টাকা)	৩১ ডিসেম্বর ২০১৩ (টাকা)
দেনাদার	৩০,০০০	৪০,০০০
পাওনাদার	১০,০০০	২০,০০০
মজুদ পণ্য	১৫,০০০	২০,০০০
যন্ত্রপাতি	৪৫,০০০	৪৫,০০০
আসবাবপত্র	২০,০০০	২০,০০০

২০১৩ সালের নগদান বই এর অবস্থা নিম্নরূপঃ

ডেবিট ক্রেডিট

বিবরণ	টাকা	বিবরণ	টাকা
হাতে নগদ (১.১.১৩)	২৫,০০০	উত্তোলন	৫,০০০
দেনাদারের কাছ থেকে প্রাপ্তি	৩০,০০০	বেতন	৪৫,০০০
নগদ বিক্রয়	৬০,০০০	ভাড়া	১৫,০০০
		পাওনাদার	২৫,০০০
		হাতে নগদ	২৫,০০০
	১,১৫,০০০		**১,১৫,০০০**

অন্যান্য তথ্যাবলী

বকেয়া ভাড়া ২,০০০ টাকা, আসবাবপত্র ও যন্ত্রপাতির উপর ১০% অবচয় ধরতে হবে।

করণীয়ঃ

(ক) ধারে বিক্রয়, ধারে ক্রয় এবং প্রারম্ভিক মূলধন নির্ণয় করুন।
(খ) বিশদ আয় বিবরণী প্রস্তুত করুন।
(গ) ২০১৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের আর্থিক অবস্থা প্রস্তুত করুন।

উত্তর

(ক) প্রারম্ভিক মূলধন ১,২৫,০০০ টাকা, ধারে বিক্রয় ৪০,০০০ টাকা, ধারে ক্রয় ৩৫,০০০।
(খ) মোট লাভ ৭০,০০০ টাকা, নিট লাভ ১,৫০০ টাকা।
(গ) মোট সম্পদ ১,৪৩,৫০০ টাকা।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১ ঃ ১. ঘ ২. গ ৩. ঘ ৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২ ঃ ১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. গ ৫. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩ ঃ ১. খ ২. খ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪ ঃ ১. গ ২. খ ৩. খ ৪. ক ৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫ ঃ ১. খ ২. খ ৩. ঘ